দেশে ২ লাখ ওয়ারেন্টভুক্ত আসামী ঘুরে বেড়াচ্ছে

বিশেষ অভিযানে সাফল্য নেই : রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় চলছে চাঁদাবাজি : পুলিশি ভূমিকা ঢিলেঢালা

সাখাওয়াত হোসেন : অপরাধ নিয়ন্ত্রণ, অপরাধীদের গ্রেফতার ও অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিশেষ অভিযান কোন কাজে আসছে না। রাজধানীসহ সারাদেশেই প্রকৃত অপরাধীরা ধরাছোঁয়ার বাইরে। মেট্রোপলিটন এলাকাসহ দেশের ৬৪ জেলায় প্রায় ২ লাখ ওয়ারেন্টভুক্ত আসামী ঘুরে বেড়াচ্ছে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর নাকের ডগায়। এলাকাভিত্তিক উঠতি সন্ত্রাসীরা পলাতক শীর্ষ সন্ত্রাসী ও রাজনৈতিক নেতাদের অপ্রকাশ্য পৃষ্ঠপোষকতায় একের পর এক চাঁদাবাজিসহ নানা ধরনের ঘটনা ঘটাচ্ছে নির্বিঘ্নে। এসব অপরাধ প্রতিরোধে জেলায় যেমন জেলা পুলিশ সুপার ও সার্কেল এএসপিরা যথাযথ তদারকি করছেন না, তেমনি মহানগরে ডিসি, এসিদের তদারকির অভাবে অপরাধের লাগাম যেন টেনে ধরা যাচ্ছে না। থানার ওসিদের কাছে অনেকটাই অসহায় তদারককারী কর্মকর্তারা। খবর সংশ্লিষ্ট সূত্রের। একটি সূত্র জানায়, দেশের সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা ও আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার জন্য বরাবরই কঠোর নির্দেশ দিয়ে আসছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রী আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তাদের নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন একাধিকবার। এর পরেও আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তারা অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ও অপরাধীদের গ্রেফতারে সময়োপযোগী পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হচ্ছে। আর আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর ব্যর্থতার দায়ভার পড়ছে সরকারের ওপর। দ্রুত এ বিষয়ে আরো কঠোর পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন বলে ওই সূত্র দাবী করে। সাবেক আইজিপি সেনা কর্মকর্তা আশরাফুল হুদা দৈনিক ইনকিলাবকে বলেন, রাজধানীসহ সারাদেশের অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ও অপরাধীদের গ্রেফতার করতে হলে অন্যান্য অভিযানের পাশাপাশি গোয়েন্দা তৎপরতা বাড়াতে হবে। এজন্য মাঠ পর্যায়ের পুলিশ ও গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের এ বিষয়ে আরো বেশী প্রশিক্ষণ এবং আধুনিক যন্ত্রপাতি দেয়া প্রয়োজন বলে তিনি উল্লেখ করেন। অপরাধ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে রাজধানীসহ সারাদেশে বিশেষ অভিযান শুরু করা হলেও অপরিকিল্পত এবং সমন্বিত অভিযান না হওয়ার কারণে এর কার্যকর কোন সুফল পাওয়া যাচ্ছে না। অপরাধীদের বিরুদ্ধে এবং মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ পাওয়ার পর তা ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কিংবা পুলিশ সদর দফতর থেকে নির্দেশ দেয়া হলে সঠিক তদারকি হয় না। আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর মধ্যে দ্রুত সময়ের মধ্যে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব না হলে অপরাধ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে না বলে অপরাধ বিশেষজ্ঞরা মন্তব্য করেন। পুলিশ সদর দফতরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী চলতি বছরের জানুয়ারী থেকে মে মাস পর্যন্ত গত ৫ মাসে সারাদেশে ১ হাজার ৭৩৭ জন খুন হয়েছে। এর মধ্যে দাঙ্গায় খুন হয়েছে ২৬ জন। তবে খুনের প্রকৃত হিসাব এর চেয়ে অনেক বেশী। অন্যদিকে একই সময়ে খুনসহ ডাকাতি হয়েছে ১৫টি, গৃহে ডাকাতি ২৮১টি, বাস-ট্রাক ডাকাতি ৩৯টি, নৌডাকাতি ১১টিসহ মোট ডাকাতির মামলা রেকর্ড হয়েছে ৪০৮টি। একই সময়ে দস্যুতা হয়েছে গৃহে ১১৫টি এবং রাস্তায় ৫২৬টি। ছিনতাইয়ের ঘটনায় আইন-শৃংখলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইনে মামলা রেকর্ড হয়েছে ৫৭১টি। তবে উল্লেখিত অপরাধের প্রকৃত চিত্র আরো কয়েকগুণ বেশী হবে বলে মন্তব্য করেছেন পুলিশ সদর দফতরের একজন কর্মকর্তা। ওই কর্মকর্তা বলেন, ডাকাতিসহ বেশকিছু গুরুতর ঘটনায় ভুক্তভোগীরা থানায় গেলেও পুলিশ মামলা নেয় না এমন অনেক অভিযোগ রয়েছে। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের রাজনৈতিক নেতাদের সাথে যোগাযোগ এবং মাঠ পর্যায়ের এসপি বা এএসপিরা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কথাই বেশী বিশ্বাস করেন। এসব কর্মকর্তা কোন অভিযোগ পাওয়ার পর ব্যক্তিগতভাবে খোঁজ খবর নেন না।

সূত্র জানায়, গত শুক্রবার দিনদুপুরে কারওয়ানবাজারের পেশাদার অস্ত্রধারীদের হাতে খুন হন ৩ জন ব্যবসায়ী। ঘটনার রাতেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন খুনীদের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেফতার করার নির্দেশ দিলেও পুলিশ গতকাল পর্যন্ত খুনীদের গ্রেফতার করতে পারেনি। এখনও আতংক কাটেনি কারওয়ানবাজারের ব্যবসায়ীদের।

ঢাকা মহানগর পুলিশ কমিশনার শহীদুল হক জানান, রাজধানীর আইন-শৃংখলা নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি অপরাধীদের গ্রেফতারে বেশকিছু পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। অপরাধীদের বিরুদ্ধে সক্রিয় রয়েছে ঢাকা মহানগর পুলিশ।

সূত্র জানায়, ছিনতাইয়ের ঘটনা সবচেয়ে বেশী হচ্ছে রাজধানীতে। চট্টগ্রামসহ অন্যান্য মহানগরীতেও ছিনতাইয়ের ঘটনা বেড়েছে। ছিনতাই প্রতিরোধে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই পুলিশ কার্যকর অ্যাকশনে যেতে ব্যর্থ হচ্ছে। যে কারণে ছিনতাই শিকার হওয়ার পরও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভুক্তভোগীরা পুলিশের কাছে যাচ্ছে না। ফলে সংশ্লিষ্ট ছিনতাইয়ের ঘটনায় থানায় কোন রেকর্ডও থাকছে না। এর সঙ্গে বেড়েছে চাঁদাবাজি। টেলিফোন চাঁদাবাজির ঘটনায় রাজধানীর পুরান ঢাকা, খিলগাঁও, মিরপুর ও বাড্ডা এলাকার ব্যবসায়ীরা অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছেন। এসব অপরাধ প্রতিরোধে জেলায় যেমন জেলা পুলিশ সুপার ও সার্কেল এএসপিরা যথাযথ তদারকি করছেন না, তেমনি মহানগরে ডিসি, এসিদের তদারকির অভাবে অপরাধের লাগাম যেন টেনে ধরা যাচ্ছে না বলে অভিযোগ রয়েছে।

ঢাকা মহানগর পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঢাকায় গত ৬ মাসে খুন হয়েছে ১৫৪ জন। একই সময়ের মধ্যে অপহৃত হয়েছে ৮৯ জন। প্রতিদিন গড়ে ৪টি গুলির ঘটনা ঘটছে। এর মধ্যে গত মাসেই ঘটেছে ৫৫টি গুলির ঘটনা। এসব ঘটনায় নিহত হয়েছে ৭, গুলিবিদ্ধ হয়েছে আরো ৩৫ জন। এর আগে গত মার্চে ২০, এপ্রিলে ১৫ এবং মে'তে ২০টি গুলির ঘটনা ঘটিয়েছে সন্ত্রাসীরা। এছাড়া জানুয়ারী ৩২, ফেব্রুয়ারী ১৬, মার্চ ৩৪, এপ্রিল ২৪, মে ২১ এবং জুন মাসে ২৭টি হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। এলাকাভিত্তিক উঠতি সন্ত্রাসীরা পলাতক শীর্ষ সন্ত্রাসী ও রাজনৈতিক নেতাদের অপ্রকাশ্য পৃষ্ঠপোষকতায় এসব অপরাধের ঘটনা ঘটিয়েছে। গত ৬ মাসে ২২ জন পুলিশ সন্ত্রাসী হামলার শিকার হয়েছে। এছাড়া একই সময়ের মধ্যে রাজধানীর ৩৫টি থানায় সাড়ে ১৬ হাজার মামলা দায়ের হয়েছে। মামলাগুলোর বেশীরভাগই সন্ত্রাসমূলক কর্মকাণ্ড সংশ্লিষ্ট।